দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 FEB 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫

শিক্ষায় ডিজিটাল কনটেন্ট

● বিপ্লব কুমার সরকার

ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা। ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। অর্থাৎ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে একাধিক স্লাইডের সাহায্যে যে কোনো মূর্ত-বিমূর্ত বিষয়ে অতি সহজেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান সম্ভব হয়। এই পাঠদান শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন হবে আনন্দদায়ক, তেমনি সহজবোধ্য। মনোতন চক, ডাস্টার, চকবোর্ড দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক তত্ত্বগত ধারণা যথাযথ ভাবে দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কিন্তু ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে একাধিক স্থির বা চলমান চিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যে কোনো বিষয়ে পূর্ণ ধারণা দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ হবে অনেক বেশি আনন্দদায়ক। বর্তমানে শহরাঞ্চল এমনকি গ্রামের অধিকাংশ শিক্ষার্থী মোবাইল, কম্পিউটার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট প্রভৃতি বিভিন্ন ডিজিটাল উপকরণের সঙ্গে পরিচিত। এ প্রজন্মের এসব শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র চক, ডাস্টার, চকবোর্ডের সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে ধরে রেখে পাঠদান পরিচালনা প্রায় অসম্ভব। তাই ডিজিটাল ক্লাসরুম এখন সময়ের দাবি। আর এর জন্য ব্যাপক আয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য প্রয়োজন একটি কম্পিউটার, একটি প্রজেক্টর আর ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ডাউনলোডের জন্য একটি ইন্টারনেট মডেম। এসব উপকরণ বর্তমানে ৮০/৯০ হাজার টাকায় ক্রয় করা সম্ভব। দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এসব উপকরণ ক্রয় করার সামর্থ্য আছে। তাছাড়া সরকারিভাবে এসব উপকরণ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিতরণ শুরু হয়েছে। তবে এসব উপকরণ সংগ্রহ করে যথাযথভাবে ব্যবহার করে ক্লাস নেওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের আগ্রহ। তবে আশার কথা— ইতিমধ্যে ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

সরকার ইতিমধ্যে ২০৫০০ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ICT-i মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এছাড়া www.ictinedubd.ning.com গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষকরা তাঁদের নিজেদের তৈরি কনটেন্ট সহজেই ওয়েবসাইটে আপলোড ও ডাউনলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন। এতে একজন শিক্ষক তাঁর নিজের ধারণা দেশের অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে সহজেই শেয়ার করতে পারছেন। শিক্ষকদের অপরাপর তৈরিকৃত স্লাইড থেকে প্রয়োজনীয় স্লাইড ডাউনলোড করে প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে সহজেই শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারছেন। আর এ বিষয়ে শিক্ষক একবার অভ্যস্ত হলে তিনি আনন্দ লাভ করবেন এবং দিন দিন তাঁর আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া সরকারি উদ্যোগে শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট প্রতিযোগিতা শিক্ষকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এ প্রতিযোগিতা চালু থাকা প্রয়োজন। এতে শিক্ষকদের মধ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরিতে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে। শিক্ষক নিজের সফলতা দুর্বলতা সহজেই চিহ্নিত করতে পারবেন। ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করতে শিক্ষকদের ব্যাপক কম্পিউটার জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে স্লাইড তৈরি এবং ইন্টারনেটের মহাসমুদ্র থেকে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ছবি, ভিডিও, অ্যানিমেশনসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ডাউনলোড করার ধারণা থাকলেই চলবে। আর যে কোনো শিক্ষকের এসব বিষয়ে দক্ষ হতে মাত্র কয়েকটি সেশনের প্রয়োজন। যে সব শিক্ষক ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে অধিক দক্ষ শিক্ষকদের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য শিক্ষককে সহজেই এ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। তবে এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষকদের নতুন কিছু গ্রহণ করার মতো মন মানসিকতার পরিবর্তন।

একথা সত্য যে, চিরাচরিত শুধুমাত্র চক, ডাস্টার, চকবোর্ড দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার উন্মেষ এবং শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান অতি কঠিন কাজ। যা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ফলে চিরাচরিত মুখস্ত করার প্রবণতা থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনা সম্ভব হয় না। শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষার্থীর যত বেশি ইন্দ্রিয়কে সম্পৃক্ত করা যাবে শিক্ষাদান তত বেশি চিত্তাকর্ষক ও স্থায়ী হবে। আর ইন্টারনেট এখন এক মহাসমুদ্র যেখান থেকে যে কোনো বিষয়ের তত্ত্ব, তথ্য, ছবি, ভিডিও, অ্যানিমেশন অতি সহজেই পাওয়া সম্ভব। প্রাপ্ত এসব উপকরণ দিয়ে অতি সহজেই একটি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা যায়। আর একবার কোনো কনটেন্ট তৈরি করা হলে তা অতি সহজেই যে কোনো সহায়ক মেমরিতে সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে বার বার ব্যবহার করা যায়। অন্য কোনো মাধ্যমে যা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আর এসব উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে হবে। তাহলেই তারা বর্তমান পৃথিবীর উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবে। তাই যেসব শিক্ষক ইতিমধ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিদ্রুত এসব ICT শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা প্রয়োজন। কারণ IT প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ তাঁদের অর্জিত প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।